অ১

বঙ্গীয় শব্দকোষ

ইহার উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ; ইহা কণ্ঠ্য বর্ণ। পাণিনি সংবৃত-বিবৃত-ভেদে দুই প্রকার অ-কারের উল্লেখ করিয়াছেন; সংবৃত অ-কারের উচ্চারণে গলনালীর সঙ্কোচ এবং বিবৃত অ-কারের উচ্চারণে গলনালীর বিবার অর্থাৎ প্রসারণ করিতে হয়। অ-কার উচ্চারণে সংবৃত কিন্তু সন্ধিপ্রভৃতি প্রক্রিয়ায় বিবৃত (পা ১.১.৯)। একমাত্রাবিশিষ্ট বা হ্রস্ব অ-কারের দ্বিমাত্র বা দীর্ঘ উচ্চারণে আ-কার এবং ত্রিমাত্র বা প্লুত উচ্চারণে প্লুত অ-কার হয়। এইরূপ মাত্রাভেদ থাকিলেও এই ত্রিবিধ অ-কার সবর্ণ। সংস্কৃতে এই অ-ত্রয় হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত এবং সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে ষড়্ বিধ। বাঙলায়ও অ-ত্রয় কণ্ঠজাত, সুতরাং কণ্ঠ্য বর্ণ; কিন্তু সংস্কৃতের ন্যায় বাঙলার আ-কার দীর্ঘ নহে; অ-কারের ন্যায় হ্রস্ব। সুতরাং কেবল আকৃতিতে বাঙলায় অ-কার, সানুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে চতুর্ব্বিধ; প্লুত অ-কার ও আ-কার 'গান' 'আহবান' প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় মাত্র, উহাদের ভিন্ন লিখিত আ-কার বাঙলায় নাই। সংস্কৃতের অন্য স্বরও হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত উচ্চারিত হয়; কিন্তু বাঙলায় দীর্ঘ স্বর, হ্রস্ব স্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয় বলিয়া, বাঙলার অ-ত্রয়ের ন্যায় অন্য হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরেরও উচ্চারণগত কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি ভাষার অ-কার ঈষদ্-বিবৃত, অর্থাৎ একটু আ-কার-ঘেঁষা। প্রাচীন বাঙ্‌লায় চর্য্যাপদে 'আঙ্গন' 'আন্তে' (অন্তে) ইত্যাদির ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'আচেতন' 'আর্জ্জুন' 'আণেক' প্রভৃতি শব্দের আ-কার ঐরূপ উচ্চারণমূলক। আধুনিক বাঙলায় 'আগণা' 'আচযা' 'আতেলা' 'আলুণি' প্রভৃতির আ-কার ঐরূপেই হইয়াছে। সংস্কৃতের 'শ্বাপদ' 'বিশ্বামিত্র' প্রভৃতির এবং প্রাকৃতের 'মাণংসী' (মনস্বী) 'পারোহ' (প্ররোহ) ইত্যাদির আ-কার ঐরূপে দীর্ঘ। এতদ্ভিন্ন বাঙলায় অ-কারের ও-কারবৎ উচ্চারণ আছে; 'অনুচর' 'অমনি' 'রসুই' 'লক্ষণ' ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

স্বরবর্ণের আদ্য বর্ণ।